১৯১১।

চতুর্থ সংস্করণ।

স্বামী বিবেকানন্দ।

বীরবাণী।

অর্থাৎ স্বামী বিবেকানন্দ বিরচিত

সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও ইংরাজী

সমগ্র কবিতা-

সংগ্রহ।

চতুর্থ সংস্করণ।

মূল্য।০ চারি আনা।

কলিকাতা বিবেকানন্দ সমিতি হইতে
শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

কলিকাতা,
৯৮/২ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, "নববিভাকর যন্ত্রে"
শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী দ্বারা মুদ্রিত।

ভূমিকা।

সাধারণের নিকট প্রকাশ যে, স্বামী বিবেকানন্দ একজন বিদ্বান্, বহুদর্শী, অদ্বিতীয় বক্তা, দেশহিতৈষী, স্বার্থত্যাগী, সমাধিযুক্ত সন্ন্যাসী। কিন্তু তিনি যে একজন উচ্চশ্রেণীর কবি ছিলেন, এবং তাঁহার হৃদয়কেন্দ্রস্থিত স্বদেশানুরাগই যে তাঁহার কবিত্বের উদ্বোধনী শক্তি, সে পরিচয় বীরবাণীর কবিতাগুলিতে পাওয়া যায়। বীরবাণীর দ্বিতীয় মুদ্রাঙ্কণের প্রয়োজন দেখিয়া বুঝা যায় যে, স্বামীজির সেই ভাবটী ধীরে ধীরে সাধারণের হৃদয়ঙ্গম হইতেছে।

কলিকাতা,

বিবেকানন্দ সমিতি।

সন ১৩১২।

৩য় সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

বীরবাণীর ৩য় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। এবার অনেকের অনুরোধে ইহার সংস্কৃত অংশটীর অন্বয়, শব্দার্থ ও বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইল। সংস্কৃত কলেজের ধর্ম্মশাস্ত্রাধ্যাপক পণ্ডিত প্রমথ নাথ তর্কভূষণ মহাশয় অনুগ্রহ পূর্ব্বক সংস্কৃত মূলভাগের ছন্দ ও ব্যাকরণগত সমুদয় দোষ সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। ইহাতে পূর্ব্ব সংস্করণ হইতে এই গুলির আকার কিছু পৃথক্ হইয়াছে বটে, কিন্তু এই পরিবর্ত্তন প্রায় শব্দগত, স্বামীজির ভাবের কোনরূপ বৈলক্ষণ্য করা হয় নাই। 'শ্রীরামকৃষ্ণ প্রণাম' নামক সংস্কৃত শ্লোকটী এবং আর একটী নূতন শিব সঙ্গীত ইহাতে সংযোজিত হইল। কবিতাগুলির অর্থবোধের সৌক-র্য্যার্থে নূতন কতকগুলি ব্যাখ্যা ও পাদটীকাও সংযোজিত হইয়াছে। আর এই সংস্করণে স্বামীজির বীরবেশের একখানি নূতন হাফটোন ছবিও দেওয়া হইল।

১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৬। বিবেকানন্দ সমিতি।

চতুর্থ সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

বীরবাণীর চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইল। এবার স্বামীজীর রচিত "নীলাকাশে ভাসে মেঘকুল" শীর্ষক একটী নূতন বাঙ্গালা ও কতিপয় নূতন ইংরাজী কবিতা ইহাতে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। ৩য় সংস্করণে ছন্দের অনুরোধে সংস্কৃত স্তোত্ররাজির কতকগুলি শব্দ পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল কিন্তু বর্ত্তমান সংস্করণে যাহাতে ছন্দ ও পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্করণের ব্যবহৃত মূল শব্দ রক্ষা করা যাইতে পারে তদ্বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হইয়াছে। যাহাতে এই অমূল্য রত্নগুলি বহুল প্রচার হয় তজ্জন্য গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি হইলেও মূল্য বৃদ্ধি করা হয় নাই! আশা করি পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্করণের ন্যায় ইহা সাধারণের নিকট আদৃত হইবে।

কলিকাতা।
সন ১৩১৭ সাল।

বিবেকানন্দ সমিতি।

সূচীপত্র।

বীরবাণী।

শ্রীরামকৃষ্ণস্তোত্রাণি।

(১)

ওঁ - হ্রীং ঋতং ত্বমচলো গুণজিৎ গুণেড্যঃ।
ন - ক্তন্দিবং সকরুণং তব পাদপদ্মম্।
মো - হঙ্কষং বহুকৃতং ন ভজে যতোঽহং।
তস্মাত্ত্বমেব শরণং মম দীনবন্ধো ! ১ ॥

অন্বয় ও শব্দার্থ।

ওঁ হ্রীং ত্বং (তুমি) ঋতং (সত্য) অচলঃ (স্থির) গুণজিৎ (গুণ অর্থাৎ সত্ব, রজঃ, তম এই তিন গুণকে যিনি জয় করিয়াছেন) গুণেড্যঃ (নানা প্রকার গুণের দ্বারা ঈড্য অর্থাৎ স্তবের যোগ্য) যতঃ (যেহেতু) অহং (আমি) তব (তোমার) মোহঙ্কষং (মোহ অর্থাৎ অজ্ঞান নিবারক) বহুকৃতং (পূজনীয) পাদপদ্মং (পাদপদ্ম) সকরুণং (ব্যাকুলভাবে) নক্তন্দিবং (দিনরাত্রি) ন ভজে (ভজনা করিতেছি না) তস্মাৎ (সেই হেতু) [হে] দীনবন্ধো ! ত্বম্ এব (তুমিই) মম (আমার) শরণং (আশ্রয়) ॥ ১ ॥

ব্যাখ্যা।

ওঁ হ্রীং তুমি সত্য, স্থির, ত্রিগুণজয়ী, অথচ অগণন মনোহর গুণসমূহের দ্বারা স্তবের যোগ্য। যেহেতু আমি তোমার অজ্ঞাননিবারক পূজনীয় পাদপদ্ম কাতরভাবে দিনরাত্রি ভজনা করিতেছি না, সেই হেতু হে দীনবন্ধো, তুমিই আমার আশ্রয় ॥ ১ ॥

ভ - ক্তি র্ভগশ্চ ভজনং ভবভেদকারি।
গ - চ্ছন্ত্যলং সুবিপুলং গমনায় তত্ত্বং।
ব - ক্ত্রোদ্ধৃতন্তু হৃদি মে ন চ ভাতি কিঞ্চিৎ।
তস্মাত্ত্বমেব শরণং মম দীনবন্ধো ! ২ ॥

তে - জস্তরন্তি তরসা ত্বয়ি তৃপ্ততৃষ্ণাঃ।
রা - গে কৃতে ঋতপথে ত্বয়ি রামকৃষ্ণে।
ম - র্ত্ত্যামৃতং তব পদং মরণোর্ম্মিনাশং।
তস্মাত্ত্বমেব শরণং মম দীনবন্ধো ! ৩ ॥

ভবভেদকারি (সংসার নাশকারি) ভক্তিঃ (ভক্তি) ভগঃ (বৈরাগ্য, জ্ঞান, বীর্য্য প্রভৃতি ঐশ্বর্য্য) ভজনং চ (এবং ভজন) সুবিপুলং (অতি মহান্) তত্ত্বং (তত্ত্ব) গমনায় (প্রাপ্তির জন্য) অলং গচ্ছন্তি (পর্য্যাপ্ত হয়) [ইদং বচনং (এই বাক্য)] বক্ত্রোদ্ধৃতং (বক্ত্র অর্থাৎ মুখ হইতে উদ্ধৃত অর্থাৎ উচ্চারিত হইলেও) তু (কিন্তু) মে (আমার) হৃদি (হৃদয়ে) চ কিঞ্চিৎ (কিছু পরিমাণে) ন ভাতি (প্রকাশ পাইতেছে না)। তস্মাৎ ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ ॥ ২ ॥

ঋতপথে (সত্যের পথস্বরূপ) রামকৃষ্ণে ত্বয়ি (রামকৃষ্ণ তোমাতে) রাগে কৃতে (অনুরাগ করা হইলে) ত্বয়ি (তোমাতে) তৃপ্ততৃষ্ণাঃ (যাহার তৃষ্ণা অর্থাৎ কামনা তৃপ্ত অর্থাৎ পূর্ণ হইয়াছে—পূর্ণকাম) [জনাঃ লোকগণ)] তরসা (শীঘ্র) তেজঃ (রজোগুণকে) তরন্তি (অতিক্রম করে) তব (তোমার) মর্ত্ত্যামৃতং (মর্ত্ত্য অর্থাৎ মরণশীল নরলোকের অমৃত অর্থাৎ জীবনস্বরূপ) পদং (পদ) মরণোর্ম্মিনাশং (মৃত্যুরূপ উর্ম্মি অর্থাৎ তরঙ্গকে নাশ করিয়া দেয়)। তস্মাৎ ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ ॥ ৩ ॥

সংসারনাশকারী ভক্তি, বৈরাগ্য, জ্ঞানাদি ঐশ্বর্য্য এবং ভজন—এই গুলি থাকিলেই সেই অতি মহান্ ব্রহ্মতত্ত্ব প্রাপ্তি হইয়া থাকে। (কিন্তু এই কথা) মুখে উচ্চারিত হইলেও আমার অন্তঃকরণে কিছুমাত্র প্রতিভাত হইতেছে না। অতএব হে দীনবন্ধো, তুমিই আমার আশ্রয় ॥ ২ ॥

কৃ - ত্যং করোতি কলুষং কুহকান্তকারি।
ষ্ণা - ন্তং শিবং সুবিমলং তব নাম নাথ।
য - স্মাদহং ত্বশরণো জগদেকগম্য।
তস্মাত্ত্বমেব শরণং মম দীনবন্ধো! ৪ ॥

[হে] নাথ (প্রভো) তব (তোমাব) কুহকান্তকারি (কুহক অর্থাৎ মায়া দুব-কাবি) শিবং (মঙ্গলময়) সুবিমলং (অতি পবিত্র) ষ্ণান্তং ('ষ্ণ' যাহাব অন্তে আছে —রামকৃ'ষ্ণ') নাম (নাম) কলুষং (পাপকে) কৃত্যং (কবণীয় কার্য্য—পুণ্য) করোতি (করে) [হে] জগদেকগম্য (জগতের একমাত্র প্রাপ্তব্য বস্তু) যস্মাৎ (যেহেতু) অহং (আমি) তু অশবণঃ (নিবাশ্রয) । তস্মাৎ ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ ॥ ৪ ॥

হে রামকৃষ্ণ, সত্যের পথস্বরূপ তোমাতে যে অনুরক্ত হয়, তাহার তোমাকে পাইয়াই সমুদয় কামনা পূর্ণ হয়, সুতরাং সে ব্যক্তি শীঘ্র রজোগুণকে অতিক্রম করে। মরণশীল নরলোকের জীবনস্বরূপ তোমার পাদপদ্ম মৃত্যুরূপ তরঙ্গকে নাশ করিয়া দেয়। অতএব হে দীনবন্ধো, তুমিই আমার আশ্রয় ॥ ৩ ॥

হে প্রভো, তোমার মায়াদূরকারি মঙ্গলময় অতি পবিত্র ষ্ণান্ত (রামকৃষ্ণ) নাম পাপকেও পুণ্য করিয়া দেয়। হে জগতের একমাত্র প্রাপ্তব্য, যেহেতু আমি নিরাশ্রয়, সেই হেতু হে দীনবন্ধো, তুমিই আমার আশ্রয় ॥ ৪ ॥

(২)

আচণ্ডালাপ্রতিহতরয়ো যস্য প্রেমপ্রবাহঃ
লোকাতীতোঽপ্যহহ ন জহৌ লোককল্যাণমার্গম্ ।
ত্রৈলোক্যেঽপ্যপ্রতিমমহিমা জানকীপ্রাণবন্ধঃ
ভক্ত্যা জ্ঞানং বৃতবরবপুঃ সীতয়া যো হি রামঃ ॥ ১ ॥

---

(২)

যস্য (যাঁহার) প্রেমপ্রবাহঃ (প্রেমস্রোত) আচণ্ডালাপ্রতিহতরয়ঃ (চণ্ডাল পর্য্যন্ত অপ্রতিহত রয় অর্থাৎ যাহার বেগ) অহহ (আহা !) [যঃ (যিনি)] লোকাতীতঃ অপি (অমানুষ-স্বভাব হইলেও) লোককল্যাণমার্গং (লোকের কল্যাণের পথ) ন জহৌ (ত্যাগ করেন নাই) [যঃ (যিনি)] ত্রৈলোক্যে অপি (ত্রিভুবনেও) অপ্রতিম মহিমা (যাঁহার মহিমার প্রতিমা অর্থাৎ তুলনা নাই) [যঃ (যিনি)] জানকীপ্রাণ-বন্ধঃ (সীতার প্রাণকে বন্ধন করিয়াছেন অথাৎ সীতার পরম প্রেমাস্পদ) যঃ (যিনি) জ্ঞানং (জ্ঞানস্বরূপ) রামঃ (রামচন্দ্র) ভক্ত্যা সীতয়া (ভক্তিস্বরূপিণী সীতা দ্বারা) বৃতবরবপুঃ (যাঁহার বর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, বপু অর্থাৎ দেহ, বৃত অর্থাৎ আবৃত) ॥ ১ ॥

---

(২)

যাঁহার প্রেমস্রোত চণ্ডাল পর্য্যন্ত অপ্রতিহতবেগ অর্থাৎ চণ্ডালের প্রতিও যিনি প্রেম করিতে কুণ্ঠিত হন নাই, আহা, যিনি অমানুষ-স্বভাব হইলেও লোকের কল্যাণের পথ পরিত্যাগ করেন নাই (অর্থাৎ সর্ব্বদা লোকের কল্যাণচিন্তা ও অনুষ্ঠানেই নিযুক্ত ছিলেন) স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল এই ত্রিলোকেও যাঁহার মহিমার তুলনা নাই, যিনি সীতার পরম প্রেমাস্পদ, যে জ্ঞানস্বরূপ রামচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ দেহ ভক্তিস্বরূপিণী সীতা দ্বারা আবৃত—॥ ১ ॥

স্তব্ধীকৃত্য প্রলয়কলিতস্মাহবোত্থং মহান্তং
হিত্বা রাত্রিং প্রকৃতিসহজামন্ধতামিস্রমিশ্রাম্।
গীতং শান্তং মধুরমপি যঃ সিংহনাদং জগর্জ
সোঽয়ং জাতঃ প্রথিতপুরুষঃ রামকৃষ্ণস্ত্বিদানীম্ ॥ ২ ॥

যঃ (যে) [কৃষ্ণ] বা আহবোত্থং (যুদ্ধ হইতে উত্থিত) মহান্তং (অতি ভয়ানক) প্রলয়কলিতং (প্রলয়প্রাপ্ত) [শব্দং (শব্দকে)] স্তব্ধীকৃত্য (স্তব্ধ করিয়া) প্রকৃতি-সহজাং (স্বাভাবিক) অন্ধতামিস্রমিশ্রাং (ঘোরতর অন্ধতমঃ স্বরূপ) রাত্রিং (অজ্ঞান-রজনীকে) হিত্বা (দূর করিয়া) শান্তং মধুরমপি (শান্ত ও মধুর) গীতং (গান— এখানে গীতাশাস্ত্র) সিংহনাদং (সিংহনাদস্বরূপ) জগর্জ (গর্জ্জন করিয়াছিলেন) সঃ (সেই) পুরুষ এব (পুরুষ)। অয়ং (এই) প্রথিতপুরুষঃ (বিখ্যাত পুরুষ) রামকৃষ্ণঃ তু (রামকৃষ্ণরূপে) ইদানীং (এক্ষণে) জাতঃ (জন্মিয়াছেন) ॥ ২ ॥

যে কৃষ্ণ, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় যে ভয়ানক প্রলয়তুল্য (হুহুঙ্কার) উঠিয়াছিল, তাহাকে স্তব্ধ করিয়া এবং (অর্জ্জুনের) স্বাভাবিক ঘোরতর অন্ধতামিস্ররূপ অজ্ঞান-রজনীকে দূর করিয়া দিয়া, শান্ত ও মধুর গীত অর্থাৎ গীতাশাস্ত্র সিংহনাদস্বরূপে গর্জ্জন করিয়া বলিয়াছিলেন—

সেই পুরুষই এই বিখ্যাতপুরুষ রামকৃষ্ণরূপে এক্ষণে জন্মিয়াছেন ॥ ২ ॥

---

(৩)

নরদেব দেব জয় জয় নরদেব

শক্তিসমুদ্রসমুত্থতরঙ্গং
দর্শিতপ্রেমবিজৃম্ভিতরঙ্গং
সংশয়রাক্ষসনাশমহাস্ত্রং
যামি গুরুং শরণং ভববৈদ্যং

নরদেব দেব জয় জয় নরদেব ॥ ১ ॥

---

(৩)

[হে] নরদেব (নরের মধ্যে দেবতা) দেব [হে] নরদেব জয় জয় (তোমার জয় হউক) শক্তিসমুদ্রসমুত্থতরঙ্গং (শক্তিসমুদ্র হইতে উৎপন্ন তরঙ্গস্বরূপ) দর্শিতপ্রেমবিজৃম্ভিতরঙ্গং (যিনি প্রেমের দ্বারা বিজৃম্ভিত অর্থাৎ প্রকাশিত, রঙ্গ অর্থাৎ লীলা দেখাইয়াছেন) সংশয়রাক্ষসনাশমহাস্ত্রং (সন্দেহরূপ রাক্ষসের বিনাশের জন্য যিনি মহা অস্ত্রস্বরূপ) ভববৈদ্যং (সংসাররূপ রোগের চিকিৎসকস্বরূপ) গুরুং শরণং যামি (গুরুর আশ্রয় লই) হে নরদেব দেব, নরদেব জয় জয় ॥ ১ ॥

---

(৩)

হে নরদেব দেব, তোমার জয় হউক। যিনি শক্তিরূপ সমুদ্র হইতে উত্থিত তরঙ্গস্বরূপ, যিনি প্রেমের নানা লীলা দেখাইয়াছেন, যিনি সন্দেহরূপ রাক্ষসের বিনাশের জন্য অস্ত্রস্বরূপ, সেই সংসাররূপ রোগের চিকিৎসক গুরুর আশ্রয় লই। হে নরদেব দেব, তোমার জয় হউক ॥১॥

অদ্বয়তত্ত্বসমাহিতচিত্তং
প্রোজ্জ্বলভক্তিপটাবৃতবৃত্তং
কর্ম্মকলেবরমদ্ভুতচেষ্টং
যামি গুরুং শরণং ভববৈদ্যং
নরদেব দেব জয় জয় নরদেব ॥ ২ ॥

শ্রীরামকৃষ্ণ প্রণামঃ।

স্থাপকায় চ ধর্ম্মস্য সর্ব্বধর্ম্মস্বরূপিণে।
অবতারবরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ ॥

অদ্বয়তত্ত্বসমাহিতচিত্তং (দ্বিতীয়রহিত তত্ত্বে যাঁহার চিত্ত একাগ্র) প্রোজ্জ্বলভক্তি-পটাবৃতবৃত্তং (অতি উজ্জ্বল ভক্তিরূপ পট অর্থাৎ বস্ত্রের দ্বারা যাঁহার বৃত্ত অর্থাৎ চরিত্র আচ্ছাদিত) কর্ম্মকলেবরং (কর্ম্মময় দেহ) অদ্ভুতচেষ্টং (যাঁহার চেষ্টা অর্থাৎ কার্য্যকলাপ অদ্ভুত) যামি ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ ॥ ২ ॥

অদ্বিতীয় (ব্রহ্মতত্ত্বে) যাঁহার চিত্ত সমাহিত, যাঁহার চরিত্র অতি শ্রেষ্ঠ ভক্তি-রূপ বস্ত্রের দ্বারা আচ্ছাদিত (অর্থাৎ যাঁহার ভিতরে জ্ঞান, বাহিরে ভক্তি) যাঁহার দেহ কর্ম্মময় অর্থাৎ যিনি দেহের দ্বারা ক্রমাগত লোকহিতার্থ কর্ম্ম করিয়াছেন, যাঁহার কার্য্যকলাপ অদ্ভুত, সেই সংসাররূপ রোগের চিকিৎসক গুরুর আশ্রয় লই। হে নরদেব দেব, তোমার জয় হউক ॥ ২ ॥

শিবস্তোত্রম্।

ওঁ নমঃ শিবায়।

নিখিলভুবনজন্মস্থেমভঙ্গপ্ররোহাঃ
অকলিতমহিমানঃ কল্পিতা যত্র তস্মিন্।
সুবিমলগগনাভে ত্বীশসংস্থেঽপ্যনীশে
মম ভবতু ভবেঽস্মিন্ ভাস্বরো ভাববন্ধঃ॥ ১॥

ধর্ম্মস্য (ধর্ম্মের) স্থাপকায় (প্রতিষ্ঠাতা) চ (এবং) সর্ব্বধর্ম্মস্বরূপিণে (যিনি সকল ধর্ম্মস্বরূপ) অবতারবরিষ্ঠায় (অবতারগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ) রামকৃষ্ণায় তে নমঃ (রামকৃষ্ণ, তোমাকে নমস্কার)॥

যত্র (যাঁহাতে) নিখিলভুবনজন্মস্থেমভঙ্গপ্ররোহাঃ (সমুদয় জগতের উৎপত্তি, স্থেম অর্থাৎ স্থিতি, ভঙ্গ অর্থাৎ নাশ রূপ প্ররোহ অর্থাৎ অঙ্কুরসমূহ) অকলিত-মহিমানঃ (অকলিত অর্থাৎ অগণন, মহিমা অর্থাৎ বিভূতি রূপে) কল্পিতাঃ (কল্পিত হইয়াছে) তস্মিন্ অস্মিন্ (সেই এই) সুবিমলগগণাভে (সুনির্ম্মল আকাশতুল্য) তু ঈশসংস্থে অপি (ঈশ্বররূপে অবস্থিত হইলেও) অনীশে (যাঁহার ঈশ্বর অর্থাৎ প্রভু নাই) (এইরূপ) ভবে (মহাদেবে) মম (আমার) ভাস্বরঃ (উজ্জ্বল, দৃঢ়) ভাববন্ধঃ (প্রেমরূপ বন্ধন) ভবতু (হউক)॥ ১॥

যিনি ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা, যিনি সকলধর্ম্মস্বরূপ, যিনি অবতার সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সেই রামকৃষ্ণ তোমায় নমস্কার॥

যাঁহাতে সমুদয় জগতের উৎপত্তি, স্থিতি, লয় রূপ অঙ্কুরসমূহ অসংখ্য বিভূতিরূপে কল্পিত, যিনি সুনির্ম্মল আকাশের তুল্য, যিনি জগতের ঈশ্বর স্বরূপে অবস্থিত হইলেও যাঁহার আর কেহ নিয়ন্তা নাই, সেই এই মহাদেবে আমার উজ্জ্বল প্রেমবন্ধন হউক॥ ১॥

নিহতনিখিলমোহেঽধীশতা যত্র রূঢ়া
প্রকটিতপরপ্রেম্না যো মহাদেবসংজ্ঞঃ।
অশিথিলপরিরম্ভঃ প্রেমরূপস্য যস্য
হৃদি প্রণয়তি বিশ্বং ব্যাজমাত্রং বিভুত্বম্ ॥ ২ ॥
বহতি বিপুলবাতঃ পূর্ব্বসংস্কাররূপঃ
বিদলতি বলবৃন্দং ঘূর্ণিতেবোর্ম্মিমালা।

নিহতনিখিলমোহে (সমুদয় মোহ যাঁহার নষ্ট হইয়াছে, তাঁহাতে) যত্র (যেখানে) অধীশতা (ঈশ্বরত্ব) রূঢ়া (প্রতিষ্ঠিত) প্রকটিতপরপ্রেম্না (প্রকাশিত পরম প্রেমের দ্বারা) যঃ (যিনি) মহাদেবসংজ্ঞঃ (মহাদেব এই সংজ্ঞা বা নাম যাঁহার) যস্য (যে) প্রেমরূপস্য (প্রেমস্বরূপের) অশিথিলপরিরম্ভঃ (অশিথিল অর্থাৎ দৃঢ়, যাহা শিথিল নহে, পরিরম্ভঃ অর্থাৎ আলিঙ্গন) হৃদি (হৃদয়ে) বিশ্বং (সমুদয়) বিভুত্বং (ঐশ্বর্য্যকে) ব্যাজমাত্রং (ছলনা বা মায়ামাত্র) প্রণয়তি (করিয়া দেয়) [তস্মিন্ অস্মিন্ ভবে মম ভাস্বরঃ ভাববন্ধঃ ভবতু—উহ্য করিতে হইবে] ॥ ২ ॥

পূর্ব্বসংস্কাররূপঃ (পূর্ব্বসংস্কাররূপ) বিপুলবাতঃ (প্রবল বায়ু) বহতি (প্রবাহিত হইতেছে) [সঃ (উহা)] ঘূর্ণিতা (ঘূর্ণায়মান) উর্ম্মিমালা ইব (তরঙ্গসমূহের ন্যায়) বলবৃন্দং (বলবান্ ব্যক্তিদিগকে) বিদলতি (দলিত করিতেছে) যুষ্মদস্মৎপ্রতীতম্ (তুমি আমি রূপে প্রতিভাত) খলু যুগ্মং (দ্বন্দ্ব) প্রচলতি (চলিতেছে) অতি-

---

যিনি সমুদয় অজ্ঞান নাশ করিয়াছেন, যাঁহাতে ঈশ্বরত্ব রূঢ় (স্বাভাবিক ভাবে অবস্থিত), যিনি (হলাহল পান করিয়া জগতের জীবগণের প্রতি) পরম প্রেম প্রকাশ করাতে মহাদেব এই নামে অভিহিত হইয়াছেন, প্রেমস্বরূপ যাঁহার দৃঢ় আলিঙ্গনে সমুদয় ঐশ্বর্য্যই আমাদের হৃদয়ে মায়ামাত্র-রূপে প্রতিভাত হয় (সেই এই মহাদেবে আমার উজ্জ্বল প্রেমবন্ধন হউক) ॥ ২ ॥

প্রচলতি খলু যুগ্মং যুষ্মদস্মৎপ্রতীতম্
অতিবিকলিতরূপং নৌমি চিত্তং শিবস্থম্ ॥ ৩ ॥
জনকজনিতভাবো বৃত্তয়ঃ সংস্কৃতাশ্চ
অগণনবহুরূপা যত্র চৈকো যথার্থঃ।
শমিতবিকৃতিবাতে যত্র নান্তর্বহিশ্চ
তমহহ হরমীড়ে চিত্তবৃত্তের্নিরোধম্ ॥ ৪ ॥

বিকলিতরূপং (অতিশয় বিকৃতরূপ) শিবস্থম্ (শিব অর্থাৎ ব্রহ্মের উপরে অবস্থিত) চিত্তং (চিত্তকে অর্থাৎ প্রকৃতিকে) [অহং (আমি)] নৌমি (বন্দনা করি) ॥ ৩ ॥

জনকজনিতভাবঃ (কার্য্যকারণভাব) চ (এবং) সংস্কৃতাঃ (নির্ম্মল) বৃত্তয়ঃ (বৃত্তিসমূহ) অগণনবহুরূপাঃ (অসংখ্য নানারূপ) [সন্তি (আছে)] যত্র (যেখানে) চ একঃ (একবস্তুই) যথার্থঃ (সত্য) শমিতবিকৃতিবাতে (বিকাররূপ বায়ু শান্ত হইলে) যত্র (যেখানে) অন্তঃ (ভিতর) চ (এবং) বহিঃ (বাহির) ন (নাই) অহহ (আহা) তং (সেই) চিত্তবৃত্তেঃ (চিত্তবৃত্তির) নিরোধম্ (নিরোধস্বরূপ) হরং (মহাদেবকে) [অহং (আমি) ঈড়ে (স্তব করি) ॥ ৪ ॥

পূর্ব্বসংস্কাররূপ প্রবল বায়ু প্রবাহিত হইতেছে। ঘূর্ণায়মান তরঙ্গ-সমূহের ন্যায় উহা বলবান্ ব্যক্তিদিগকেও দলিত করিতেছে। তুমি আমিরূপে প্রতিভাত দ্বন্দ্ব চলিতেছে। এই ব্রহ্মের উপর অবস্থিত অতিশয় বিকৃতরূপ চিত্তকে অর্থাৎ প্রকৃতিকে আমি বন্দনা করি ॥ ৩ ॥

কার্য্যকারণভাব এবং নির্ম্মল বৃত্তিসমূহ অসংখ্য নানারূপ হইলেও যেখানে একবস্তুই যথার্থ, বিকাররূপ বায়ু শান্ত হইলে যেখানে ভিতর ও বাহির নাই, আহা, সেই চিত্তবৃত্তির নিরোধস্বরূপ মহাদেবকে আমি স্তব করি ॥ ৪ ॥

গলিততিমিরমালঃ শুভ্রতেজঃপ্রকাশঃ
ধবলকমলশোভঃ জ্ঞানপুঞ্জাট্টহাসঃ।
যমিজনহৃদিগম্যঃ নিষ্কলো ধ্যায়মানঃ
প্রণতমবতু মাং সঃ মানসো রাজহংসঃ ॥ ৫ ॥

দুরিতদলনদক্ষং দক্ষজাদত্তদোষং
কলিতকলিকলঙ্কং কম্রকহ্লারকান্তম্।

গলিততিমিরমালঃ (যাঁহা হইতে [অজ্ঞানরূপ] তিমিরমাল অর্থাৎ অন্ধকার-সমূহ, গলিত অর্থাৎ নষ্ট হইয়াছে) শুভ্রতেজঃপ্রকাশঃ (শুভ্র জ্যোতির ন্যায় যাঁহার প্রকাশ) ধবলকমলশোভঃ (শ্বেতবর্ণ পদ্মের ন্যায় যাঁহার শোভা) জ্ঞানপুঞ্জাট্টহাসঃ (জ্ঞানসমূহই যাঁহার অট্টহাস্যস্বরূপ) যমিজনহৃদিগম্যঃ (যিনি সংযমী ব্যক্তির হৃদয়ে প্রাপ্য) নিষ্কলঃ (যিনি অংশরহিত অর্থাৎ অখণ্ডস্বরূপ) ধ্যায়মানঃ (ধ্যাত হইয়া) সঃ (সেই) মানসঃ রাজহংসঃ (মন [রূপ সরোবরের] মধ্যে অবস্থিত রাজহংস [রূপী শিব] প্রণতং (প্রণত) মাং (আমাকে) অবতু (রক্ষা করুন) ॥ ৫ ॥

দুরিতদলনদক্ষং (পাপ নাশ করিতে সমর্থ) দক্ষজাদত্তদোষং (দক্ষজা অর্থাৎ দক্ষকন্যা সতী যাঁহাকে [কখন] দোষ দেন নাই, অথবা সতী যাঁহাকে দোঃ অর্থাৎ পাণি দান করিয়াছিলেন—সতীর সহিত যাঁহার বিবাহ হইয়াছিল—সতীপতি) কলিত কলিকলঙ্কং (যিনি কলির দোষসমূহকে নষ্ট করিয়াছেন) কম্রকহ্লারকান্তম্ (সুন্দর কহ্লার পুষ্পের ন্যায় যিনি মনোহর) পরহিতকরণায় (পরের হিত করিবার জন্য) প্রাণপ্রচ্ছেদপ্রীতং (প্রাণ ত্যাগ করিতে যাঁহার সদাই প্রীতি) নতনয়ননিযুক্তং

যাঁহা হইতে অজ্ঞানরূপ অন্ধকারসমূহ নষ্ট হইয়াছে, শুভ্র জ্যোতির ন্যায় যাঁহার প্রকাশ, যিনি শ্বেতবর্ণ পদ্মের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছেন, জ্ঞানসমূহই যাঁহার অট্টহাস্যস্বরূপ, যিনি সংযমী ব্যক্তির হৃদয়প্রাপ্য, যিনি অখণ্ডস্বরূপ, আমার দ্বারা ধ্যাত হইয়া সেই মনোরূপ সরোবরের রাজহংস-রূপী শিব, প্রণত আমাকে রক্ষা করুন ॥ ৫ ॥

পরহিতকরণায় প্রাণপ্রচ্ছেদপ্রীতং
নতনয়ননিযুক্তং নীলকণ্ঠং নমামঃ ॥ ৬ ॥

অম্বা-স্তোত্রম্ ।

কা ত্বং শুভে শিবকরে সুখদুঃখহস্তে
আঘূর্ণিতং ভবজলং প্রবলোর্ম্মিভঙ্গৈঃ ।

(নত—প্রণত অর্থাৎ নিম্নাধিকারী ব্যক্তিগণের প্রতি যাঁহার নয়ন নিযুক্ত রহিয়াছে অর্থাৎ তাহাদের কল্যাণের জন্য সতত চিন্তা করিতেছেন) নীলকণ্ঠং (জগতের কল্যাণার্থ বিষপান দ্বারা যাঁহার কণ্ঠ নীলবর্ণ ধারণ করিয়াছে, সেই মহাদেবকে) [বয়ং (আমরা)] নমামঃ (প্রণাম করি) ॥ ৬ ॥

[হে] শুভে (কল্যাণময়ি) শিবকরে (কল্যাণকারিণি) সুখদুঃখহস্তে (সুখ ও দুঃখ উভয়ই যাঁহার হস্তস্বরূপ) মাতঃ, ত্বং (তুমি) কা (কে) ? ভবজলং (সংসাররূপ জল) প্রবলোর্ম্মিভঙ্গৈঃ (প্রবল তরঙ্গসমূহ দ্বারা) আঘূর্ণিতং (ঘূর্ণায়মান হইতেছে) । [ত্বং (তুমি)] কিং (কি) সদা এব (সর্ব্বদাই) বিশ্বে (জগতে) বহুধা (নানা-

যিনি পাপনাশ করিতে সমর্থ, দক্ষকন্যা সতী যাঁহাতে কখন দোষদর্শন করেন নাই অথবা সতী যাঁহাকে পাণিপ্রদান করিয়াছিলেন, যিনি কলিদোষসমূহ নাশ করেন, যিনি সুন্দর কহ্লার পুষ্পের ন্যায় মনোহর, পরের কল্যাণার্থ প্রাণত্যাগ করিতে যাঁহার সদাই প্রীতি, নিম্নাধিকারী বা প্রণত ব্যক্তিগণের কল্যাণ করিবার জন্য যাঁহার চক্ষু সর্ব্বদা তাহাদের প্রতি নিযুক্ত রহিয়াছে, সেই নীলকণ্ঠ মহাদেবকে আমরা প্রণাম করি ॥ ৬ ॥

শান্তিং বিধাতুমিহ কিং বহুধা বিভগ্নাম্

মাতঃ প্রযত্নপরমাসি সদৈব বিশ্বে ॥ ১ ॥

সম্পাদয়ন্ত্যবিরত ত্ববিরামবৃত্তা

যা বৈ স্থিতা কৃতফলং ত্বকৃতস্য নেত্রী।

সা মে ভবত্বনুদিনং বরদা ভবানী

জানাম্যহং ধ্রুবমিয়ং ধৃতকর্ম্মপাশা ॥ ২ ॥

প্রকারে) বিভগ্নাং (ভগ্ন হইয়া গিয়াছে যে) শান্তিং (শান্তি) বিধাতুং (বিধান অর্থাৎ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য) ইহ (এখানে) প্রযত্নপরমা (যত্নপর) অসি (হইতেছ)? ১ ॥

যা (যে) তু অবিরামবৃত্তা (নিয়ত ক্রিয়াশীলা) অবিরতং (সর্ব্বদা) কৃতফলং (কৃতকর্ম্মের ফল) সম্পাদয়ন্তী (সংযোজনা করিয়া) বৈ স্থিতা (অবস্থিতা) [যা (যিনি)] তু অকৃতস্য (মুক্তি পদের) নেত্রী (যিনি লইয়া যান) সা (সেই) ভবানী (শিবা) মে (আমার প্রতি) অনুদিনং (প্রতিদিন, সর্ব্বদা) বরদা (বরপ্রদানকারিণী) ভবতু (হউন) অহং (আমি) ধ্রুবং (নিশ্চিত) জানামি (জানি) ইয়ং (ইনি) ধৃতকর্ম্মপাশা (যিনি কর্ম্মরূপ রজ্জু ধারণ করিয়া আছেন) ॥ ২ ॥

হে কল্যাণময়ি মাতঃ, সুখ ও দুঃখ তোমার হস্তদ্বয়, তুমি কে? সংসাররূপ জল প্রবল তরঙ্গসমূহ দ্বারা ঘূর্ণায়মান হইতেছে। তুমি কি সর্ব্বদাই নানাপ্রকারে ভগ্ন শান্তিকে জগতে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য এখানে যত্নপর হইতেছ? ১ ॥

যে নিয়তক্রিয়াশীলা দেবী সর্ব্বদা কৃতকর্ম্মের ফল সংযোজনা করিয়া অবস্থিতা, (যাঁহাদের কর্ম্মক্ষয় হইয়া গিয়াছে, তাঁহাদিগকে) যিনি মোক্ষপদে লইয়া যান, সেই ভবানী আমার প্রতি সর্ব্বদা বরপ্রদায়িনী হউন। আমি নিশ্চিত জানি, তিনি কর্ম্মরূপ রজ্জু ধারণ করিয়া আছেন ॥ ২ ॥

কিং বা কৃতং কিমকৃতং ক্ব কপাললেখঃ
কিং কর্ম্ম বা ফলমিহাস্তি হি যাং বিনা ভোঃ।
ইচ্ছাগুণৈর্নিয়মিতা নিয়মাঃ স্বতন্ত্রৈঃ
যস্যাঃ সদা ভবতু সা শরণং মমাদ্যা ॥ ৩ ॥
সন্তানয়ন্তি জলধিং জনিমৃত্যু জালং
সম্ভাবয়ন্ত্যবিকৃতং বিকৃতং বিভগ্নম্।

ভোঃ (হে) [জনাঃ (নরগণ)] যাং (যাঁহাকে) বিনা (ব্যতীত) কিং বা কৃতং (পুণ্যই বা কি) কিং (কি) অকৃতং (অকর্ম্ম বা পাপ) ক্ব (কোথায়) কপাল-লেখঃ (কপালের লেখা) কিং বা (কি বা) কর্ম্ম ফলং (কর্ম্ম ও তাহার ফল) ইহ (এই জগতে) অস্তি (আছে) হি যস্যাঃ (যাঁহার) স্বতন্ত্রৈঃ (স্বাধীন) ইচ্ছাগুণৈঃ (ইচ্ছারূপ রজ্জু দ্বারা) নিয়মাঃ (নিয়মসমূহ) নিয়মিতাঃ (পরিচালিত) সা (সেই) আদ্যা (আদিকারণস্বরূপা দেবী) মম (আমার) সদা (সর্ব্বদা) শরণং (আশ্রয়-স্বরূপ) ভবতু (হউন) ॥ ৩ ॥

ইহ (এই সংসারে) যস্যাঃ (যাঁহার) অমিতশক্তিপালাঃ (অপরিমিত শক্তিশালী) বিভূতয়ঃ (বিভূতিসমূহ) জনিমৃত্যুজালং (জন্মমৃত্যুজালরূপ) জলধিং (সমুদ্রকে) সন্তানয়ন্তি (বিস্তার করিতেছে) অবিকৃতং (অবিকারী বস্তুকে) বিকৃতং বিভগ্নম্ (বিকৃত ও ভগ্ন) সম্ভাবয়ন্তি (করিতেছে), বদ (বল) তাং (তাঁহাকে) ন আশ্রিত্য (আশ্রয় না করিয়া) কুতঃ (কোথায়) শরণং (আশ্রয়) ব্রজামঃ (লই) ? ৪ ॥

(হে নরগণ) এই জগতে যাঁহা ব্যতীত ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম অথবা, কপালের লেখা বা কর্ম্ম বা (তাহার) ফল আর কিছুই হইতে পারে না, যাঁহার স্বাধীন ইচ্ছারূপ রজ্জু দ্বারা নিয়মসমূহ পরিচালিত, সেই আদিকারণ স্বরূপা দেবী সর্ব্বদা আমার আশ্রয়স্বরূপ হউন ॥ ৩ ॥

এই সংসারে যাঁহার অপরিমিত শক্তিশালী বিভূতিসমূহ জন্মমৃত্যু-

যস্যা বিভূতয় ইহামিতশক্তিপালাঃ
নাশ্রিত্য তাং বদ কুতঃ শরণং ব্রজামঃ ॥ ৪ ॥
মিত্রে রিপৌ ত্ববিষমং তব পদ্মনেত্রম্
স্বস্থেঽসুখে ত্ববিতথ স্তব হস্তপাতঃ।
ছায়া মৃতেস্তব দয়া ত্বমৃতঞ্চ মাতঃ
মুঞ্চন্তু মাং ন পরমে শুভদৃষ্টয়স্তে ॥ ৫ ॥

তব (তোমার) পদ্মনেত্রং (পদ্মতুল্য চক্ষু) মিত্রে রিপৌ (বন্ধু ও শত্রুর প্রতি) তু অবিষমং (সমান) স্বস্থে (সুস্থ ব্যক্তিতে) অসুখে (অসুখী ব্যক্তিতে) তব তোমার) তু অবিতথঃ (একভাবে) হস্তপাতঃ (হস্তপ্রদান) [হে] মাতঃ, মৃতেঃ (মৃত্যুর) ছায়া চ অমৃতং তু (এবং অমৃত বা জীবন) [এই উভয়ই] তব (তোমার) দয়া। [হে] পরমে (সর্ব্বাপেক্ষা যিনি উৎকৃষ্ট বা শ্রেষ্ঠ) তে (তোমার) শুভদৃষ্টয়ঃ (শুভদৃষ্টিসমূহ) মাং (আমাকে) ন মুঞ্চন্তু (পরিত্যাগ না করুক) ॥ ৫ ॥

জালরূপ সমুদ্র বিস্তার করিতেছে এবং অবিকারী বস্তুকে বিকৃত ও ভগ্ন করিতেছে, বল, তাঁহাকে আশ্রয় না করিয়া কাহার শরণ লইব ? ৪ ॥

শত্রু মিত্র সকলের প্রতিই তোমার পদ্মনেত্র সমানভাবে নিক্ষিপ্ত হইতেছে, সুখী দুঃখী সকল ব্যক্তিতে একভাবে তুমি হস্ত প্রদান করিতেছ। হে মাতঃ, মৃত্যুচ্ছায়া ও জীবন এই উভয়ই তোমার দয়া। হে পরমে, তোমার শুভদৃষ্টিসমূহ আমাকে যেন পরিত্যাগ না করে ॥ ৫ ॥

কাম্বা শিবা ক্ব গৃণনং মম হীনবুদ্ধেঃ
দোর্ভ্যাং বিধর্ত্তুমিব যামি জগদ্বিধাত্রীং।
চিন্ত্যং শ্রিয়া সুচরণং ত্বভয়প্রতিষ্ঠম্
সেবাপরৈরভিনুতং শরণং প্রপদ্যে ॥ ৬ ॥

[সা (সেই)] শিবা (মঙ্গলময়ী) অম্বা (মাতা) কা (কোথায়) হীনবুদ্ধেঃ মম (হীনবুদ্ধি আমার) গৃণনং (বাক্য) ক্ব (কোথায়) ইব (যেন) দোর্ভ্যাং (দুই হস্ত দ্বারা) জগদ্বিধাত্রীং (জগতের বিধাত্রীকে) বিধর্ত্তুং (ধরিতে) যামি (যাইতেছি) শ্রিয়া (লক্ষ্মীর দ্বারা) চিন্ত্যং (চিন্তনীয়) অভয়প্রতিষ্ঠং (অভয় অর্থাৎ মুক্তি যাঁহার প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়স্বরূপ) সেবাপরৈঃ (যাঁহারা সেবাকেই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কার্য্য বলিয়া জানেন—সেবাপরায়ণ ব্যক্তিগণের দ্বারা) অভিনুতং (বন্দিত) সুচরণং (সুন্দর পাদপদ্মে) শরণং (আশ্রয়) প্রপদ্যে (লইলাম) ॥ ৬ ॥

সেই কল্যাণকারিণী মাতাই বা কোথায় এবং হীনবুদ্ধি আমার এই স্তববাক্যই বা কোথায় ? আমি আমার এই ক্ষুদ্র দুই হস্তদ্বারা জগতের বিধাত্রীকে যেন ধরিতে উদ্যত হইয়াছি। লক্ষ্মী যাঁহার চিন্তা করেন, যাঁহাতে মুক্তি প্রতিষ্ঠিত, সেবাপরায়ণ জনগণ যাঁহার বন্দনা করেন, আমি সেই সুন্দর পাদপদ্মে আশ্রয় লইলাম ॥ ৬ ॥

যা মাং চিরায় বিনয়ত্যতিদুঃখমার্গৈঃ
আসিদ্ধিতঃ স্বকলিতৈর্ললিতৈর্বিলাসৈঃ।
যা মে মতিং সুবিদধে সততং ধরণ্যাং
সাম্বা শিবা মম গতিঃ সফলেঽফলে বা ॥ ৭ ॥

যা (যিনি) মাম্ (আমাকে) চিরায় (চিরদিন ধরিয়া) আসিদ্ধিতঃ (সিদ্ধি-লাভ হওয়া পর্য্যন্ত) স্বকলিতৈঃ (নিজ কৃত) ললিতৈঃ (মনোহর) বিলাসৈঃ (লীলা দ্বারা) অতিদুঃখমার্গৈঃ (অতিশয় কষ্টের পথে) বিনয়তি (লইয়া যাইতেছেন) যা (যিনি) সততং (সর্ব্বদা) ধরণ্যাং (পৃথিবীতে) মে (আমার) মতিং (বুদ্ধিকে) সুবিদধে (সুন্দররূপে বিধান অর্থাৎ পরিচালন করিয়াছেন) সা (সেই) শিবা (কল্যাণময়ী) অম্বা (মাতা) সফলে (ফললাভ করিলেও) বা অফলে (অথবা ফললাভ না করিলেও) মম (আমার) গতিঃ (গতি) ॥ ৭ ॥

যিনি সিদ্ধিলাভ পর্য্যন্ত চিরদিন আমাকে নিজকৃত মনোহর লীলা দ্বারা অতিশয় দুঃখের পথে লইয়া যাইতেছেন, যিনি সর্ব্বদা পৃথিবীতে আমার বুদ্ধিকে সুন্দররূপে পরিচালন করিয়াছেন, আমি সফলই হই আর নিষ্ফলই হই, সেই কল্যাণময়ী জননীই আমার গতি ॥ ৭ ॥

শ্রীরামকৃষ্ণ আরাত্রিক।

মিশ্র—চৌতাল।

খণ্ডন-ভব-বন্ধন, জগ-বন্দন, বন্দি তোমায়।
নিরঞ্জন, নররূপধর নির্গুণ গুণময় ॥
মোচন অঘদূষণ (১) জগভূষণ চিদ্‌ঘনকায়।
জ্ঞানাঞ্জন-বিমল-নয়ন, বীক্ষণে মোহ যায় ॥
ভাস্বর ভাব-সাগর চির উন্মদ প্রেম পাথার।
ভক্তার্জ্জন যুগল চরণ তারণ ভব-পার ॥
জৃম্ভিত যুগ ঈশ্বর (২) জগদীশ্বর যোগ-সহায়।
নিরোধন সমাহিত মন নিরখি তব কৃপায় ॥
ভঞ্জন দুঃখগঞ্জন (৩) করুণাঘন কর্ম্ম-কঠোর (৪)।
প্রাণার্পণ জগত তারণ কৃন্তন কলিডোর (৫) ॥
বঞ্চন কামকাঞ্চন অতিনিন্দিত ইন্দ্রিয় রাগ।
ত্যাগীশ্বর হে নরবর দেহ পদে অনুরাগ ॥

---

(১) মোচন অঘদূষণ—যিনি, দূষণ অর্থাৎ মানুষকে দূষিত করে এমন যে অঘ অর্থাৎ পাপ, তাহাকে মোচন করেন।

(২) জৃম্ভিত যুগ ঈশ্বর—যিনি যুগ-ঈশ্বররূপে প্রকাশিত হন।

(৩) ভঞ্জন দুঃখগঞ্জন—যিনি দুঃখের গঞ্জনাকে ভঞ্জন অর্থাৎ দূর করিয়াছেন।

(৪) কর্ম্মকঠোর—কর্ম্মে যিনি কঠোর অর্থাৎ দৃঢ়—কর্ম্মবীর।

(৫) কৃন্তন কলিডোর—যিনি কলির বন্ধনকে ছেদন করিয়াছেন।

নির্ভয় গতসংশয়, দৃঢ়নিশ্চয়মানসবান্।
নিষ্কারণ ভকত শরণ ত্যজি জাতিকুলমান ॥ (১)
সম্পদ তব শ্রীপদ ভব গোষ্পদ-বারি যথায়।
প্রেমার্পণ সমদরশন জগজন দুঃখ যায় ॥

[পূর্ব্বে উল্লিখিত গানটি নিম্নলিখিত ভাবে রচিত হইয়াছিল; কিন্তু সুরের বিভিন্নতা জন্য সাধারণ গায়কের পক্ষে গীতটি কঠিন হইয়া উঠে। সেইজন্য স্বামীজি পরে উহার পরিবর্ত্তন করেন।

খণ্ডন-ভব-বন্ধন, জগ-বন্দন, বন্দি তোমায়।
নমো নমো প্রভু বাক্য মনাতীত
মনোবচনৈকাধার,
জ্যোতির জ্যোতি উজল হৃদিকন্দর
তুমি তমভঞ্জনহার (২)।
ধে ধে ধে লঙ্গ রঙ্গ ভঙ্গ, বাজে অঙ্গ সঙ্গ মৃদঙ্গ,
গাইছে ছন্দ ভকতবৃন্দ, আরতি তোমার ॥

আপাততঃ এই পর্য্যন্ত পাওয়া গেল।]

---

(১) নিষ্কারণ......কুলমান—জাতিকুলমান না দেখিয়া যিনি বিনা কারণে ভক্তকে আশ্রয় দান করেন।

(২) তমভঞ্জনহার—অজ্ঞানদূরকারী।

শিব সঙ্গীত।

(১)

কর্ণাটি—একতাল।

তাথেইয়া তাথেইয়া নাচে ভোলা,
বোম্ বব বাজে গাল।
ডিমি ডিমি ডিমি ডমরু বাজে দুলিছে কপাল মাল।
গরজে গঙ্গা জটামাঝে, উগরে অনল ত্রিশূল রাজে,
ধক্ ধক্ ধক্ মৌলিবন্ধ জ্বলে শশাঙ্ক ভাল।

—

(২)

তাল—সুরফাঁকতাল।

হর হর হর ভূতনাথ পশুপতি।
যোগেশ্বর মহাদেব শিব পিণাকপাণি॥
ঊর্দ্ধ জ্বলত জটাজাল, নাচত ব্যোমকেশ ভাল।
সপ্ত ভুবন ধরত তাল, টলমল অবনি॥

—

শ্রীকৃষ্ণসঙ্গীত।

মুলতান—ঢিমা ত্রিতালী।

মুঝে বারি বনয়ারী সেঁইয়া
যানেকো দে।
যানেকো দেরে সেঁইয়া
যানেকো দে (আজু ভালা)॥
মেরা বনয়ারী, বাঁদি তুহারি
ছোড়ে চতুরায়ি সেঁইয়া
যানেকো দে (আজু ভালা)
(মোরে সেঁইয়া)॥
যমুনাকি নীরে, ভরোঁ গাগরিয়া
জোরে (১) কহত সেঁইয়া
যানেকো দে॥

---

(১) জোরে—জোড় হাত করিয়া; করজোড়ে।

সৃষ্টি।

খাম্বাজ—চৌতাল।

এক, রূপ-অরূপ-নাম-বরণ-অতীত-আগামী-কাল-হীন
দেশহীন সর্ব্বহীন নেতি নেতি বিরাম যথায় ॥ (১)
তথা হতে বহে কারণ ধারা,
ধরিয়ে বাসনা বেশ উজারা,
গরজি গরজি উঠে তার বারি,
অহমহমিতি সর্ব্বক্ষণ ॥
সে অপার ইচ্ছা সাগর মাঝে,
অযুত অনন্ত তরঙ্গ রাজে,
কতই রূপ কতই শকতি,
কত গতি স্থিতি কে করে গণন ॥
কোটি চন্দ্র কোটি তপন
লভিয়ে সেই সাগরে জনম
মহাঘোর রোলে ছাইল গগন
করি দশদিক জ্যোতিঃ মগন ॥

---

(১) তিনি এক, তিনি সাকার নিরাকারের পার, নামবর্ণহীন, কালত্রয়ের অতীত, তিনি দেশের অতীত, তিনি সর্ব্বভাবের অতীত, 'নেতি' 'নেতি' করিয়া যাইতে যাইতে যেখানে অবাক্ হইয়া বিরামলাভ করিতে হয়, তিনি তাহাই।

তাহে বসে কত জড় জীব প্রাণী
সুখ দুঃখ জরা জনম মরণ,
সেই সূর্য্য তারি কিরণ, যেই সূর্য্য সেই কিরণ ॥

প্রলয় বা গভীর সমাধি।

বাগেশ্রী—আড়া।

নাহি সূর্য্য নাহি জ্যোতিঃ নাহি শশাঙ্ক সুন্দর।
ভাসে ব্যোমে ছায়াসম ছবি বিশ্ব চরাচর ॥
অস্ফুট মন আকাশে, জগত সংসার ভাসে,
ওঠে ভাসে ডোবে পুনঃ অহং স্রোতে নিরন্তর ॥
ধীরে ধীরে ছায়াদল, মহালয়ে প্রবেশিল,
বহে মাত্র আমি আমি এই ধারা অনুক্ষণ ॥
সে ধারাও বন্ধ হল, শূন্যে শূন্য মিলাইল,
অবাঙ্‌মনসোগোচরম্‌ বোঝে প্রাণ বোঝে যার ॥

সখার প্রতি।

আঁধারে আলোক অনুভব, দুঃখে সুখ, রোগে স্বাস্থ্যভান ;
প্রাণ-সাক্ষী শিশুর ক্রন্দন, (১) হেথা সুখ ইচ্ছ' মতিমান্ ?
দ্বন্দ্বযুদ্ধ চলে অনিবার, পিতা পুত্রে নাহি দেয় স্থান ;
'স্বার্থ', 'স্বার্থ' সদা এই রব, হেথা কোথা শান্তির আকর ?
সাক্ষাৎ—নরক-স্বর্গময়, (২)—কেবা পারে ছাড়িতে সংসার ?
কর্ম্ম-পাশ গলে বাঁধা যার—ক্রীতদাস বল কোথা যায় ?
যোগ-ভোগ, গৃহস্থ সন্ন্যাস, জপতপ ধন উপার্জ্জন,
ব্রত ত্যাগ তপস্যা কঠোর, সব মর্ম্ম দেখেছি এবার ;
জেনেছি সুখের নাহি লেশ, শরীর ধারণ বিড়ম্বন ;
যত উচ্চ তোমার হৃদয়, তত দুঃখ জানিহ নিশ্চয়।
হৃদিবান্ নিঃস্বার্থ প্রেমিক ! এ জগতে নাহি তব স্থান ;
লৌহপিণ্ড সহে যে আঘাত মর্ম্মর-মূরতি তা কি সয় ?
হও জড়প্রায় অতি নীচ, মুখে মধু, অন্তরে গরল—
সত্যহীন, স্বার্থপরায়ণ, তবে পাবে এ সংসারে স্থান।

---

(১) যেখানে ক্রন্দনটাই শিশুর জীবনের অস্তিত্বের প্রমাণস্বরূপ, সেখানে বুদ্ধিমান্ কথনও সুখ প্রত্যাশা করেন না। এই সংসার মায়ার রাজ্য কি না, তাই সমস্ত বিপরীত দেখি—যথা দুঃখে সুখ অনুভব ইত্যাদি। এখানে মন্দ বস্তুকে ভাল বলিয়া বোধ হয়।

(২) নরক, কদর্য্য স্থান, দুঃখের আলয় হইলেও, তাহা স্বর্গ, সুন্দর স্থান, আনন্দভূমি বলিয়া বোধ হয়। সেই একই ভাব,—'দুঃখে সুখ' ইত্যাদি।

বিদ্যাহেতু করি প্রাণপণ, অর্দ্ধেক করেছি আয়ুক্ষয়—
প্রেমহেতু উন্মাদের মত, প্রাণহীন ধরেছি ছায়ায় ;
ধর্ম্মতরে করি কতমত, গঙ্গাতীর শ্মশান আলয় ;
নদীতীর পর্ব্বত গহ্বর, ভিক্ষাশনে কতকাল যায়।
অসহায় ছিন্নবাস ধরে, দ্বারে দ্বারে উদর পূরণ—
ভগ্নদেহ তপস্যার ভারে, কি ধন করিনু উপার্জ্জন ?
শোন বলি মরমের কথা, জেনেছি জীবনে সত্য সার—
তরঙ্গ আকুল ভবঘোর, এক তরি করে পারাপার—
—মন্ত্র, তন্ত্র, প্রাণ-নিয়মন, মতামত, দর্শন বিজ্ঞান,
ত্যাগ-ভোগ—বুদ্ধির বিভ্রম, 'প্রেম' 'প্রেম',—এই মাত্র ধন।
জীব, ব্রহ্ম, মানব, ঈশ্বর, ভূত প্রেত আদি দেবগণ,
পশু-পক্ষী, কীট, অণুকীট, এই প্রেম হৃদয়ে সবার।
'দেব,' 'দেব' বল আর কেবা ? কেবা বল সবারে চালায় ?
পুত্র-তরে মায়ে দেয় প্রাণ, দস্যু হরে ! প্রেমের প্রেরণ !!
হয়ে বাক্য মন অগোচর, সুখে দুঃখে তিনি অধিষ্ঠান,
মহাশক্তি কালী মৃত্যুরূপা, মাতৃভাবে তাঁরি আগমন।
রোগ, শোক, দারিদ্র্য-যাতনা, ধর্ম্মাধর্ম্ম, শুভাশুভ ফল,
সব ভাবে তাঁরি উপাসনা, জীবে বল কেবা কিবা করে ?
ভ্রান্ত সেই যেবা সুখ চায়, দুঃখ চায় উন্মাদ সে জন—
মৃত্যু মাঙ্গে সেও যে পাগল, অমৃতত্ব বৃথা আকিঞ্চন।

যতদূর যতদূর যাও, বুদ্ধিরথে করি আরোহণ,
এই সেই সংসার জলধি, দুঃখ সুখ করে আবর্ত্তন।
পক্ষহীন শোন বিহঙ্গম, এ যে নহে পথ পালাবার—
বারম্বার পাইছ আঘাত, কেন কর বৃথায় উদ্যম ?
ছাড় বিদ্যা জপ যজ্ঞ বল, স্বার্থহীন প্রেম যে সম্বল ;
দেখ, শিক্ষা দেয় পতঙ্গম—অগ্নি-শিখা করি আলিঙ্গন।
রূপমুগ্ধ অন্ধ কীটাধম, প্রেমমত্ত তোমার হৃদয় ;
হে প্রেমিক, স্বার্থ-মলিনতা অগ্নিকুণ্ডে কর বিসর্জ্জন।
ভিক্ষুকের কবে বল সুখ ? কৃপাপাত্র হয়ে কিবা ফল ?
দাও আর ফিরে নাহি চাও, থাকে যদি হৃদয়ে সম্বল।
অনন্তের তুমি অধিকারী, প্রেমসিন্ধু হৃদে বিদ্যমান,
"দাও, দাও," যেবা ফিরে চায়, তার সিন্ধু বিন্দু হয়ে যান।
ব্রহ্ম হতে কীট-পরমাণু, সর্ব্বভূতে সেই প্রেমময়,
মন প্রাণ শরীর অর্পণ, কর সখে, এ সবার পায়।
বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর ?
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।

"নাচুক তাহাতে শ্যামা"।

[এই কবিতায় কোমল ও কঠোর ভাবের চিত্র পাশাপাশি দেখান হইয়াছে। কোমলতা সকলের প্রিয়, তাহাও বলা হইয়াছে—"মন চায় হাসির হিন্দোল......" ইত্যাদি। কঠোরভাব কেহ চায় না, সকলেই উহা হইতে দূরে থাকিতে চায়। কিন্তু কোমলপ্রাণতা যদি দারিদ্র্য, দুঃখ, রোগ, মহামারী ইত্যাদি দেখিয়া ভয়ে অভিভূত হয়, তবে সে কোমলতা যে যথার্থই দুর্ব্বলতা ও কাপুরুষতা ও উহাকে দূর করিয়া সদাই মৃত্যুকে আলিঙ্গনে প্রস্তুত থাকাই যে বীরত্ব ও মনুষ্যত্ব এবং এইরূপ কঠোর ভাবুকের হৃদয়ে যে শ্যামা নৃত্য করেন, তাহা অপূর্ব্ব ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে।]

ফুল্ল ফুল, সৌরভে আকুল, মত্ত অলিকুল গুঞ্জরিছে আশে পাশে।
শুভ্র শশী যেন হাসি রাশি, যত স্বর্গবাসী বিতরিছে ধরাবাসে॥
মৃদুমন্দ মলয় পবন, যার পরশন, স্মৃতিপট দেয় খুলে।
নদী, নদ, সরসী হিল্লোল, ভ্রমর চঞ্চল, কত বা কমল দোলে॥
ফেনময়ী, ঝরে নির্ঝরিণী, তানতরঙ্গিনী, গুহা দেয় প্রতিধ্বনি।
স্বরময় পতত্রিনিচয়, (১) লুকায়ে পাতায়, শুনায় সোহাগবাণী॥
চিত্রকর, তরুণ ভাস্কর, স্বর্ণ তুলিকর, ছোঁয় মাত্র ধরাপটে।
বর্ণখেলা ধরাতল ছায়, রাগ পরিচয়, ভাব রাশি জেগে ওঠে॥

মেঘমন্দ্র কুলিশ নিস্বন, মহারণ, ভূলোক দ্যুলোক ব্যাপী।
অন্ধকার উগরে আঁধার, হুহুঙ্কার শ্বসিছে প্রলয় বায়ু॥
ঝলকি ঝলকি তাহে ভায়, রক্তকায় করাল বিজলি জ্বালা।
ফেনময়, গর্জ্জি মহাকায়, ঊর্ম্মি ধায়, লঙ্ঘিতে পর্ব্বত চূড়া॥

---

(১) স্বরময় পতত্রিনিচয়—পক্ষিসমূহের যেন স্বতন্ত্র কোন অস্তিত্ব নাই, উহারা যেন কতকগুলি স্বরের সমষ্টিস্বরূপ।

ঘোষে ভীম গম্ভীর ভূতল, টলমল রসাতল যায় ধরা।
পৃথ্বীচ্ছেদি উঠিছে অনল, মহাচল চূর্ণ হয়ে যায় বেগে ॥

শোভাময় মন্দির আলয়, হ্রদে নীলপয়, তাহে কুবলয় শ্রেণী।
দ্রাক্ষাফল-হৃদয়-রুধির, (১) ফেনশুভ্রশির, বলে মৃদু মৃদু বাণী ॥
শ্রুতিপথে বীণার ঝঙ্কার, বাসনা বিস্তার, রাগ তাল মান লয়ে।
কতমত ব্রজের উচ্ছ্বাস, গোপী তপ্তশ্বাস, অশ্রুরাশি পড়ে বয়ে ॥
বিম্বফল যুবতী অধর, ভাবের সাগর নীলোৎপল দুটি আঁখি।
দুটি কর, বাঞ্ছা অগ্রসর প্রেমের পিঞ্জর তাহে বাঁধা প্রাণ পাখী ॥

ডাকে ভেরী, বাজে ঝরর্ ঝরর্ দামামা নক্কাড়, বীর দাপে
কাঁপে ধরা।
ঘোষে তোপ বব-বব-বম, বব-বব-বম, বন্দুকের কড়কড়া ॥
ধূমে ধূম ভীম রণস্থল, গরজি অনল বমে শত জ্বালামুখী।
ফাটে গোলা লাগে বুকে গায়, কোথা উড়ে যায়, আসোয়ার
ঘোড়া হাতী ॥
পৃথ্বীতল কাঁপে থর থর, লক্ষ অশ্ববর পৃষ্ঠে বীর ঝাঁকে রণে।
ভেদি ধূম গোলা বরিষণ, গুলি স্বন্ স্বন্, শত্রুতোপ আনে ছিনে

---

(১) মদ। দ্রাক্ষাফলের রস (হৃদয়-রুধির) হইতে মদ প্রস্তুত হয়; উহা গ্লাে
ঢালিলেই উপরটা সাদা ফেনাযুক্ত হয় ও মৃদু মৃদু শব্দ করে।

আগে যায় বীর্য্য পরিচয় পতাকানিচয়, দণ্ডে ঝরে রক্ত ধারা।
সঙ্গে সঙ্গে পদাতিক দল, বন্দুক প্রবল, বীরমদে মাতোয়ারা॥
ঐ পড়ে বীর ধ্বজাধারী, অন্য বীর তারি ধ্বজা লয়ে আগে চলে।
তলে তার ঢের হয়ে যায় মৃত বীরকায়, তবু পিছে নাহি টলে॥

দেহ চায় সুখের সঙ্গম, চিত্ত বিহঙ্গম সঙ্গীত সুধার ধার।
মন চায় হাসির হিন্দোল, প্রাণ সদা লোল, যাইতে দুঃখের পার॥
ছাড়ি হিম শশাঙ্কচ্ছটায়, কেবা বল চায়, মধ্যাহ্ন তপন জ্বালা।
প্রাণ যার চণ্ড দিবাকর, স্নিগ্ধ শশধর, সেও তবু লাগে ভালো॥ ১
সুখ তরে সবাই কাতর, কেবা সে পামর দুঃখে যার ভালবাসা।
সুখে দুঃখ অমৃতে গরল, কণ্ঠে হলাহল, তবু নাহি ছাড়ে আশা॥
রুদ্রমুখে সবাই ডরায়, কেহ নাহি চায় মৃত্যুরূপা এলোকেশী।
উষ্ণ ধার, রুধির উদ্গার, ভীম তরবার খসাইয়ে দেয় বাঁশী॥
সত্য তুমি মৃত্যুরূপা কালী, সুখবনমালী তোমার মায়ার ছায়া। (২)
করালিনি কর কর্ম্মচ্ছেদ, হোক মায়াভেদ, সুখস্বপ্ন দেহে দয়া॥

(১) প্রাণ যার চণ্ড দিবাকর......ভালো——চন্দ্রের প্রাণ সূর্য্য। কিন্তু সূর্য্যকে ছাড়িয়া চন্দ্রই সকলের ভাল লাগে! কোমল ভাব এতই সকলের প্রিয়!!

(২) সত্য তুমি মৃত্যুরূপা কালী......মায়ার ছায়া—প্রচণ্ড সূর্য্যকিরণই যেমন সত্য, স্নিগ্ধ চন্দ্রকিরণ যেমন তাহারই ছায়ামাত্র, রুদ্রভাবই সেইরূপ যথার্থ সত্যস্বরূপ, প্রাণস্বরূপ, আর কোমলভাব (সুখবনমালী) সেই রুদ্রভাবের ছায়ামাত্র। সুখবনমালী—অন্য কোন ভাবরাহিত্য বশতঃ বিলাসভাবোদ্দীপক। এই সকল ভাব আপাতমধুর হইলেও প্রাণদ, বলদ নহে।

মুণ্ডমালা পরায়ে তোমায় ভয়ে ফিরে চায় নাম দেয় দয়াময়ী।
প্রাণ কাঁপে, ভীম অট্টহাস নগ্ন দিক্‌বাস, বলে মা দানবজয়ী॥ (১)
মুখে বলে দেখিবে তোমায়, আসিলে সময়, কোথা যায় কেবা জানে।
মৃত্যু তুমি, রোগ, মহামারী বিষকুম্ভ ভরি বিতরিছ জনে জনে॥
রে উন্মাদ, আপনা ভুলাও, ফিরে নাহি চাও, পাছে দেখ ভয়ঙ্করা।
দুঃখ চাও, সুখ হবে বলে, ভক্তি পূজাছলে স্বার্থ-সিদ্ধি মনে ভরা॥
ছাগকণ্ঠ রুধিরের ধার, ভয়ের সঞ্চার, দেখে তোর হিয়া কাঁপে।
কাপুরুষ! দয়ার আধার! ধন্য ব্যবহার! মর্ম্ম কথা বলি কাকে? (২)

ভাঙ্গ বীণা প্রেমসুধাপান, মহা আকর্ষণ, দূর কর নারীমায়া।
আগুয়ান, সিন্ধুরোলে গান, অশ্রুজলপান, প্রাণপণ যাক্ কায়া॥

---

(১) মুণ্ডমালা......দানবজয়ী—কেবল মাত্র 'সুখময়' ভাবে কতদূর কাপুরুষত্ব আসিতে পারে, তাহা দেখান হইয়াছে। শ্যামা মায়ের সাধন করিতে যাইয়া মার মুণ্ডমালা দেখিয়া 'ভয়ে ফিরে চায়' আর 'নাম দেয় দয়াময়ী'। অপিচ মাকে ভয়ে 'দানবজয়ী' বলে। এখানে সাধকের শ্যামা মায়ের উপর প্রেম, প্রীতি নাই—আছে তাহার স্থানে ভয়, কাপুরুষত্ব। শ্যামা তখন 'মা' নন, পরন্তু 'দয়াময়ী' ও 'দানবজয়ী'।

(২) ছাগকণ্ঠ......কাকে—বলি দিতে গিয়া রক্ত দেখিয়া ভয়ে কম্পিতদেহ। ভয়, অবসাদ ইত্যাদি দুর্ব্বলতার লক্ষণ। প্রেমে মানুষকে নির্ভীক করে। এদিকে স্বার্থসিদ্ধির আশায় হয়ত কাহারও সর্ব্বনাশ করিবার জন্যই পূজার আয়োজন। কিন্তু রক্ত দেখিয়াই ভয়ে অস্থির!!

জাগো বীর, ঘুচায়ে স্বপন, শিয়রে শমন, ভয় কি তোমার সাজে ?
দুঃখভার, এ ভব-ঈশ্বর, মন্দির তাঁহার, প্রেতভূমি চিতা মাঝে ॥
পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার, সদা পরাজয়, তাহা না ডরাক তোমা।
চূর্ণ হোক স্বার্থ, সাধ, মান, হৃদয় শ্মশান, নাচুক তাহাতে শ্যামা॥

'গাই গীত শুনাতে তোমায়।

গাই গীত শুনাতে তোমায়,
ভাল মন্দ নাহি গণি,
নাহি গণি লোকনিন্দা যশ কথা।
দাস তোমা দোঁহাকার,
সশক্তিক নমি তব পদে।
আছ তুমি পিছে দাঁড়াইয়ে,
তাই ফিরে দেখি তব হাসিমুখ।
ফিরে ফিরে গাই, কারে না ডরাই,
জন্মমৃত্যু মোর পদতলে।
দাস তব জনমে জনমে দয়ানিধে ;
তব গতি নাহি জানি !
মম গতি—তাহাও না জানি।
কেবা চায় জানিবারে ?

ভুক্তি মুক্তি ভক্তি আদি যত,
জপতপ সাধন ভজন,
আজ্ঞা তব দিয়াছি তাড়ায়ে ;
আছে মাত্র জানাজানি আশ,
তাও প্রভু কর পার।
চক্ষু দেখে অখিল জগৎ,
না চাহে দেখিতে আপনায়, (১)
কেন বা দেখিবে ?
দেখে নিজরূপ দেখিলে পরের মুখ।
তুমি আঁখি মম, তব রূপ সর্ব্বঘটে।
ছেলে খেলা করি তব সনে,
কভু ক্রোধ করি তোমা পরে,
যেতে চাই দূরে পলাইয়ে ;
শিয়রে দাঁড়ায়ে তুমি রেতে,
নির্ব্বাক্ আনন, ছল ছল আঁখি,
চাহ মম মুখপানে।
অমনি যে ফিরি, তব পায় ধরি,
কিন্তু ক্ষমা নাহি মাগি।

(১) চক্ষু দেখে......আপনায়—সমস্ত বিশ্বকে দেখিয়া চক্ষু আর আপনাকে দেখিতে চায় না। কারণ পরে বর্ণিত হইয়াছে।

তুমি নাহি কর রোষ।
পুত্র তব, অন্য কে সহিবে প্রগল্‌ভতা ?
প্রভু তুমি, প্রাণসখা তুমি মোর।
কভু দেখি আমি তুমি, তুমি আমি।
বাণী তুমি, বীণাপাণি কণ্ঠে মোর,
তরঙ্গে তোমার ভেসে যায় নরনারী।
সিন্ধুরোলে তব হুহুঙ্কার,
চন্দ্র সূর্য্যে তোমার বচন,
মৃদুমন্দ পবন—আলাপ,
এ সকল সত্য কথা।
কিন্তু মানি অতি স্থূল ভাব,
তত্ত্বজ্ঞের এ নহে বারতা।

সূর্য্যচন্দ্র চল গ্রহ তারা,
কোটি কোটি মণ্ডলীনিবাস
ধূমকেতু বিজলি আভাস,
সুবিস্তৃত অনন্ত আকাশ মন দেখে।
কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ আদি,
ভঙ্গ যথা তরঙ্গ লীলার
বিদ্যা অবিদ্যার ঘর,

জন্ম জরা জীবন মরণ,
সুখ দুখ দ্বন্দ্ব ভরা
কেন্দ্র যার অহমহমিতি,
ভূজদ্বয়—বাহির অন্তর,
আসমুদ্র আসূর্য্যচন্দ্রমা,
আতারক অনন্ত আকাশ,
মন বুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কার,
দেব যক্ষ মানব দানব,
পশুপক্ষী কৃমি কীটগণ,
অণুক দ্ব্যণুক জড়জীব,
সেই সমক্ষেত্রে অবস্থিত।
স্থূল অতি এ বাহ্য বিকাশ,
কেশ যথা শিরঃপরে।

মেরুতটে হিমানী পর্ব্বত,
যোজন যোজন সে বিস্তার ;
অভ্রভেদী নিরভ্র আকাশে
শত উঠে চূড়া তার।
ঝকমকি জ্বলে হিমশিলা
শত শত বিজলি প্রকাশ।

উত্তর অয়নে বিবস্বান্
একীভূত সহস্র কিরণ
কোটি বজ্র সম করধারা
ঢালে যবে তাহার উপর,
শৃঙ্গে শৃঙ্গে মূৰ্চ্ছিত ভাস্কর,
গলে চূড়া শিখর গহ্বর
বিকট নিনাদে খ'সে পড়ে গিরিবর
স্বপ্নসম জলে জল যায় মিলে।
সর্ব্ব বৃত্তি মনের যখন
একীভূত তোমার কৃপায়,
কোটিসূর্য্য অতীত প্রকাশ,
চিৎসূর্য্য হয় হে বিকাশ,
গলে যায় রবি শশী তারা,
আকাশ পাতাল তলাতল,
এ ব্রহ্মাণ্ড গোস্পদ সমান।
বাহ্যভূমি অতীত গমন,
শান্ত ধাতু, মন আস্ফালন নাহি করে,
শ্লথ হৃদয়ের তন্ত্রী যত,
খুলে যায় সকল বন্ধন,
মায়ামোহ হয় দূর,

বাজে তথা অনাহত নাদ ধ্বনি তব বাণী ;
শুনি সসম্ভ্রমে, দাস তব প্রস্তুত সতত
সাধিতে তোমার কায।

"আমি বর্ত্তমান।
প্রলয়ের কালে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড গ্রাসি যবে
জ্ঞান জ্ঞেয় জ্ঞাতা লয়,
অলক্ষণ অতর্ক্য জগৎ,
নাহি থাকে রবি শশী তারা,
সে মহা নির্ব্বাণ, নাহি কর্ম্ম করণ কারণ,
মহা অন্ধকার ফেরে অন্ধকার বুকে,
আমি বর্ত্তমান।

"আমি বর্ত্তমান।
প্রলয়ের কালে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড গ্রাসি যবে
জ্ঞান জ্ঞেয় জ্ঞাতা লয়,
অলক্ষণ অতর্ক্য জগৎ,
নাহি থাকে রবি শশী তারা,
মহা অন্ধকার ফেরে অন্ধকার বুকে,
ত্রিশূন্য জগৎ শান্ত সর্ব্বগুণভেদ,

একাকার সূক্ষ্মরূপ শুদ্ধ পরমাণুকায়,
আমি বর্ত্তমান।

'আমি হই বিকাশ আবার।
মম শক্তি প্রথম বিকার
আদি বাণী প্রণব ওঙ্কার
বাজে মহাশূন্য পথে,
অনন্ত আকাশ শোনে মহানাদ ধ্বনি,
ত্যজে নিদ্রা কারণ মণ্ডলী,
পায় নব প্রাণ অনন্ত অনন্ত পরমাণু ;
লম্ফঝম্ফ আবর্ত্ত উচ্ছ্বাস
চলে কেন্দ্র প্রতি, দূর অতি দূর হতে ;
চেতন পবন তোলে ঊর্ম্মিমালা,
মহাভূত সিন্ধু পরে ;
পরমাণু আবর্ত্ত বিকাশ
আস্ফালন পতন উচ্ছ্বাস
মহাবেগে ধায় সে তরঙ্গরাজি।
অনন্ত অনন্ত খণ্ড তার
উৎসারিত প্রতিঘাত বলে,
ছোটে শূন্যপথে খগোলমণ্ডলীরূপে।

ধায় গ্রহ তারা,
ফেরে পৃথ্বী মনুষ্য আবাস।

"আমি আদি কবি,
মম শক্তি বিকাশরচনা,
জড়জীব আদি যত।
মম আজ্ঞা বলে
বহে ঝঞ্ঝা পৃথিবী উপর,
গর্জ্জে মেঘ অশনি নিনাদ ;
মৃদুমন্দ মলয় পবন
আসে যায় নিশ্বাস প্রশ্বাসরূপে ;
ঢালে শশী হিম করধারা,
তরুলতা করে আচ্ছাদন ধরা বপু ;
তোলে মুখ শিশিরবর্জ্জিত
ফুল্লফুল রবি পানে !

"আমি আদি কবি,
মম শক্তি বিকাশ রচনা
জড় জীব আদি যত।
আমি করি খেলা শক্তি রূপা মম মায়া সনে
একা আমি হই বহু দেখিতে আপন রূপ।"

নীলাকাশে ভাসে মেঘকুল ।*

নীলাকাশে ভাসে মেঘকুল
শ্বেত কৃষ্ণ বিবিধ বরণ
তাহে তারতম্য তারল্যের
পীত ভানু মাঙ্গিছে বিদায়
রাগচ্ছটা জলদ দেখায় ।

বহে বায়ু আপনার মনে
প্রভঞ্জন করিছে গঠন
ক্ষণে গড়ে ভাঙ্গে আর ক্ষণে
কত মত সত্য অসম্ভব
জড় জীব বর্ণ রূপ ভাব ।

ঐ আসে তুলারাশি সম
পরক্ষণে হের মহানাগ
দেখ সিংহ বিকাশে বিক্রম
আর দেখ প্রণয়ী যুগল
শেষে সব আকাশে মিলায় ।

---

* স্বামীজির কাগজপত্রের মধ্যে তাঁহার শ্রীহস্ত লিখিত এই অসম্পূর্ণ কবিতাটী পাওয়া যায়।

নীচে সিন্ধু গায় নানা তান
মহীয়ান্ সে নহে ভারত !
অম্বুরাশি বিখ্যাত তোমার
রূপরাগ হয়ে জলময়
গায় হেথা না করে গর্জ্জন।

———

To

H. H. THE MAHARAJAH OF KHETRI.

If the sun by the cloud is hidden, a bit,
If the welkin shows but gloom,
Still hold on yet a while, brave heart,
The victory is sure to come.

No winter was but summer came behind,
Each hollow crests the wave,
They push each other in light and shade ;
Be steady then and brave.

The duties of life are sore indeed,
And its pleasures fleeting vain,
The goal so shadowy seems and dim ;
Yet plod on through the dark, brave heart,
With all thy might and main.

Not a work will be lost, no struggle vain,
Though hopes be blighted, powers gone,
Of thy loins shall come the heirs to all,
Then hold on yet a while brave soul,
No good is e'er undone.

Though the good and the wise in life are few
Yet theirs are the reins to lead,
The masses know but late the worth,
Heed none and gently guide.

With thee are those who see afar,
With thee is the Lord of might,
All blessings pour on thee, great soul,
To thee may all come right.

Ever yours in the Lord.

Vivekananda.

REQUIESCAT IN PACE.*

Speed forth, O soul, upon thy star-strewn path ;
Speed, blissful one ! where thought is ever free,
Where time and sense no longer mist the view,
Eternal peace and blessings be on thee !

Thy service true, complete thy sacrifice,
Thy home, the heart of love transcendent find ;
Remembrance sweet, that kills all space and time,
Like attar-roses, fill thy place behind !

---

*May he rest in peace.
Written in memoriam to J. J. Goodwin, Aug. 1898.

Thy bonds are broke, thy quest in bliss is found,
And one with That which comes as Death and life,
Thou helpful one ! unselfish e'er on earth !
Ahead, still help with love this world of strife !

Song of the Sannyasin.

Wake up the note ! the song that had its birth
Far off, where worldly taint could never reach ;
In mountain caves, and glades of forest deep,
Whose calm no sigh for lust or wealth or fame
Could ever dare to break ; where rolled the stream
Of knowledge, truth and bliss that follows both.
Sing high that note, Sannyasin bold ! say,
"Om tat sat Om" !

Strike off thy fetters ! Bonds that bind thee down,
Of shining gold, or darker, baser ore ;
Love, hate—good, bad—and all the dual throng.
Know, slave is slave, caressed or whipped, not free,
For fetters though of gold, are not less strong to bind
Then, off with them, Sannyasin bold ! say,
"Om tat sat Om" !

Let darkness go ! the wil-o'-the-wisp that leads
With blinking light to pile more gloom on gloom,

This thirst for life, for ever quench ; it drags
From birth to death, and death to birth the soul.
He conquers all who conquers self. Know this
And never yield, Sannyasin bold ! say,
"Om tat sat Om" !

"Who sows must reap," they say, and "Cause must bring
The sure effect." Good, good ; bad, bad ; and none
Escape the law. But whoso wears a form
Must wear the chain. Too true ; but far beyond
Both name and form is Atman ever free,
Know thou art That, Sannyasin bold ! say,
"Om tat sat Om" !

They know no truth who dream such vacant dreams
As father, mother, children, wife and friend.
The sexless Self ! whose father He ? whose child ?
Whose friend, whose foe is He who is but one ?
The Self is all in all, none else exists ;
And thou art That, Sannyasin bold ! say,
"Om tat sat Om" !

There is but One—The Free—The Knower—Self !
Without a name, without a form, or stain.
In Him is Maya, dreaming all the dream.
The Witness, He appears as nature, soul ;
Know thou art That, Sannyasin bold ! say,
"Om tat sat Om" !

Where seekest thou That freedom, friend? this world
Nor that can give. In books and temples
Vain thy search. Thine only is the hand that holds
The rope that drags thee on ; then cease lament ;
Let go thy hold, Sannyasin bold ! say,
"Om tat sat Om" !

Say peace to all. From me no danger be
To aught that lives. In these that dwell on high,
In those that lowly creep, I am the Self of all.
All life, both here and there, do I renounce,
All heavens, earths and hells, all hopes and fears.
Thus cut thy bonds, Sannyasin bold ! say,
"Om tat sat Om" !

Heed then no more how body lives or goes,
Its task is done. Let Karma float it down
Let one put garlands on, another kick
This frame : say naught. No praise or blame can be
Where praiser, praised, and blamer, blamed are one,
Thus be thou calm, Sannyasin bold ! say,
"Om tat sat Om" !

Truth never comes where lust and fame and greed
Of gain reside. No man who thinks of woman
As his wife can ever perfect be ;
Nor he who owns however little, nor he

Whom anger chains, can ever pass through Maya's gates ;
So give these up, Sannyasin bold ! say,
"Om tat sat Om" !

Have thou no home. What home can hold thee, friend ?
The sky thy roof ; the grass thy bed ; and food,
What chance may bring, well cooked or ill, judge not.
No food or drink can taint that noble self
Which knows itself. The rolling river be
Thou ever, Sannyasin bold ! say,
"Om tat sat Om" !

Few only know the truth ; the rest will hate
And laugh at thee, great one ; but pay no heed.
Go thou, the free, from place to place, and help
Them out of darkness, Maya's veil, without
The fear of pain or search for pleasure, go
Beyond them both ; Sannyasin bold ! say,
"Om tat sat Om" !

Thus, day by day, till Karma's power's spent
Release the soul for ever. No more is birth,
Nor I or thou, nor God or man. The I
Became the All, the All is I and Bliss,
Know thou art That, Sannyasin bold ! say,
"Om tat sat Om" !

To The Awakened India.*

Once more awake !
For sleep it was, not death, to bring thee life
Anew, and rest to lotus-eyes, for visions
Daring yet, the world in need awaits, O Truth !
No death for thee ;

Resume thy march,
With gentle feet that would not break the
Peaceful rest, even of the road-side dust
That lies so low. Yet strong and steady,
Blissful, bold and free. Awakener, ever,
Forward ! Speak thy stirring words.

Thy home is gone,
Where loving hearts had brought thee up, and
Watched with joy thy growth. But Fate is strong ;
This the law—all things come back to the source
Their strength to renew.

Then start afresh,
From the land of thy birth, where vast cloud-belted,
Snows do bless and put their strength in thee,
For working wonders anew. The heavenly
River tune thy voice to her own immortal song ;
Deodar shades give thee eternal peace.

---

* Written in Aug. 1898.

And all above,
Himala's daughter Umâ, gentle, pure,
The Mother that resides in all as Power,
And Life, Who works all works, and
Makes of One the world, Whose mercy,
Opes the gate to truth and shows
The One in All, give thee untiring
Strength, which is Infinite Love.

They bless thee all,
The seers great whom age nor clime
Can claim their own, the fathers of the
Race, who felt the heart of Truth the same,
And bravely taught to man ill-voiced or
Well. Their servant, thou hast got
The Secret,—'tis but One.

Then speak, O Love !—
Before thy gentle voice serene, behold how
Visions melt, and fold on fold of dreams
Departs to void, till Truth and Truth alone,
In all its glory shines.

And tell the world—
Awake, arise, and dream no more !
This is the land of dreams, where Karma
Weaves unthreaded garlands with our thoughts,

Of flowers sweet or noxious,—and none
Has root or stem, being born in naught, which
The softest breath of Truth drives back to
Primal nothingness. Be bold and face
The Truth ! Be one with it ! Let visions cease,
Or, if you cannot, dream then truer dreams,
Which are Eternal Love and Service Free.

Angels Unawares.*

I

One bending low with load—of life,
That meant no joy, but suffering harsh and hard,—
And wending on his way through dark and dismal paths
Without a flash of light from brain or heart
To give a moment's cheer,—till the line
That marks out pain from pleasure, death from life,
And good from what is evil, was well-nigh wiped from
sight—,
Saw, one blessed night, a faint but beautiful ray of light
Descend to him. He knew not what or wherefrom,
But called it God and worshipped.
Hope, an utter stranger came to him, and spread
Through all his parts, and life to him meant more
Than he could ever dream, and covered all he knew,
Nay, peeped beyond his world. The Sages

* Written in November 1898.

Winked, and smiled, and called it "Superstition."
But he did feel its power and peace
And gently answered back
"O Blessed Superstition !"

II

One drunk with wine of wealth and power
And health to enjoy them both, whirled on
His maddening course,—till the earth (he thought
Was made for him, his pleasure-garden, and man,
The crawling worm, was made to find him sport),
Till the thousand lights of joy,—with pleasure fed,
That flickered day and night before his eyes,
With constant change of colours,—began to blur
His sight, and cloy his senses ; till selfishness,
Like a horny growth, had spread all o'er his heart,
And pleasure meant to him no more than pain,
Bereft of feeling ; and life in the sense,
So joyful, precious once, a rotting corpse between his arms,
(Which he forsooth would shun, but more he tried, the more
It clung to him ; and wished, with frenzied brain,
A thousand forms of death, but quailed before the charm).
Then sorrow came,—and Wealth and Power went,—
And made him kinship find with all the human race
In groans and tears, and though his friends would laugh
His lips would speak in grateful accents,
"O Blessed Misery !"

III

One born with healthy frame,—but not of will
That can resist emotions deep and strong,
Nor impulse throw, surcharged with potent strength,—
And just the sort that pass as good and kind,
Beheld that *he* was safe, whilst others long
And vain did struggle 'gainst the surging waves.
Till, morbid grown, his mind could see,—like flies
That seek the putrid part,—but what was bad.
Then Fortune smiled on him, and his foot slipped.
That ope'd his eyes for e'er and made him find
That stones and trees ne'er break the law,
But stones and trees remain ; that man alone
Is blest with power to fight and conquer Fate,
Transcending bounds and laws.
From him his passive nature fell, and iife appeared
As broad and new, and broader newer grew,
Till light ahead began to break, and glimpse of That
Where Peace Eternal dwells,—yet one can only reach
By wading through the sea of struggles,—courage-giving
came.
Then, looking back on all that made him kin
To stocks and stones, and on to what the world
Had shunned him for, his fall, he blessed the fall,
And with a joyful heart, deelared it
"Blessed Sin !"

KALI THE MOTHER.

The Stars are blotted out
The clouds are covering clouds,
It is darkness vibrant, sonant,
In the roaring, whirling wind,
Are the souls of a million lunatics,—
Just loose from prison-house,—
Wrenching trees by the roots
Sweeping all from the path.
The sea has joined the fray
And swirls up mountain-waves,
To reach the pitchy sky—
The flash of lurid light
Reveals on every side
A thousand, thousand shades
Of Death begrimmed and black—
Scattering plagues and sorrows
Dancing mad with joy,
Come, Mother, come.

For terror is Thy name,
Death is in Thy breath,
And every shaking step
Destroys a world for e'er,
Thou 'Time', the All-Destroyer,
Come, O Mother, Come.

Who dares misery love,
And hug the form of Death
Dance in destruction's dance,
To him the Mother comes.

Peace.*

Behold, it comes in might,
The Power that is not power,
The light that is in darkness,
The shade in dazzling light.

It is joy that never spoke,
And grief unfelt, profound,
Immortal life unlived,
Eternal death unmourned.

It is not joy nor sorrow,
But that which is between.
It is not night nor morrow,
But that which joins them in.

It is sweet rest in music,
And pause in sacred art;
The silence between speaking;
Between two fits of passion—
It is the calm of the heart.

---

* Composed at Ridgeley Manor, New York, 1899.

It is beauty never seen,
And love that stands alone,
It is song that lives un-sung,
And knowledge never known.

It is death between two lives,
And lull between two storms,
The void whence rose creation,
And that where it returns.

To it the tear drop goes,
To spread the smiling form.
It is the Goal of Life,
And Peaee—its only home !

WHO KNOWS HOW MOTHER PLAYS !

Perchance a prophet thou—
Who knows ? who dares touch
The depths where Mother hides
Her silent failless bolts !

Perchance the child had glimpse
Of shades, behind the scenes,
With eager eyes and strained,
Quivering forms—ready
To jump in front and be
Events, resistless, strong.

Who knows but Mother, how,
And where, and when, they come ?

Perchance the shining sage
Saw more than he could tell,
Who knows, what soul and when,
The Mother makes Her throne ?
What law would freedom bind ?
What merit guide Her will,
Whose freak is great'st order,
Whose will resistless law ?

To child may glories ope,
Which father never dreamt ;
May thousand-fold in daughter,
Her powers Mother store.

Nirvanashatkam or the Six Stanzas on Nirvana.*

I am neither the mind, nor the intellect, nor the ego, nor the mind stuff ;
I am neither the body, nor the changes of the body ;
I am neither the senses of hearing, taste, smell or sight,
Nor I am the ether, the earth, the fire, the air ;
I am Existence Absolute, Knowledge Absolute, Bliss Absolute ;—
I am He, I am He. *(Shivoham, Shivoham.)*

---

* A poem of Sankaracharya translated by Swami Vivekananda.

I am neither the Prana, nor the five vital airs ;
I am neither the materials of the body, nor the five sheaths ;
Neither am I the organs of action, nor object of the senses ;
I am Existence Absolute, Knowledge Absolute, Bliss Absolute ;—
I am He, I am He. (*Shivoham, Shivohám.*)

I have neither aversion nor attachment, neither greed nor delusion ;
Neither egotism nor envy, neither Dharma nor Moksha ;
I am neither desire nor objects of desire ;
I am Existence Absolute, Knowledge Absolute. Bliss Absolute ;—
I am He, I am He. (*Shivoham, Shivoham.*)

I am neither sin nor virtue, neither pleasure nor pain ;
Nor Temple nor worship, nor pilgrimage nor Scriptures,
Neither the act of enjoying, the enjoyable nor the enjoyer ;
I am Existence Absolute, Knowledge Absolute, Bliss Absolute ;—
I am He, I am He. (*Shivoham, Shivoham*).

I have neither death nor fear of death, nor caste ;
Nor was I ever born, nor had I Parents, friends and relations ;
I have neither Guru nor disciple ;
I am Existence Absolute, Knowledge Absolute, Bliss Absolute ;—
I am He, I am He. (*Shivoham, Shivoham*).

I am untouched by the senses, I am neither Mukti nor Knowable,
I am without form, without limit, beyond space, beyond time;
I am in everything; I am the basis of the universe; everywhere am I.
I am Existence Absolute, Knowledge Absolute, Bliss Absolute;—
I am He, I am He. (*Shivoham, Shivoham*).

TO THE FOURTH OF JULY.

[It is well known that the Swami Vivekananda's death (or resurrection, as some of us would prefer to call it!) took place on the 4th of July 1902. On the 4th of July 1898, he was travelling, with some American disciples, in Kashmir, and as part of a domestic conspiracy for the celebration of the day—the anniversary of the Declaration of American Independence—he composed the following poem, to be read aloud at the early breakfast. The poem itself fell to the keeping of *Sthira Mata.*]

Behold, the dark clouds melt away,
That gathered thick at night, and hung
So like a gloomy pall, above the earth!
Before thy magic touch, the world
Awakes. The birds in chorus sing.
The flowers raise their star-like crowns,
Dew-set, and wave thee welcome fair.

The lakes are opening wide in love,
Their hundred thousand lotus eyes,
To welcome thee, with all their depth.
All hail to thee, thou lord of Light,
A welcome new to thee, to-day.
Oh Sun ! To-day thou sheddest Liberty !

Bethink thee how the world did wait,
And search for thee, through time and clime.
Some gave up home and love of friends,
And went in quest of thee, self-banished,
Through dreary oceans, through primeval forests,
Each step a struggle for their life or death,
Then came the day when work bore fruit,
And worship, love, and sacrifice,
Fulfilled, accepted, and complete
Then thou, propitious, rose to shed
The light of *Freedom* on mankind.

Move on, Oh Lord, in Thy resistless path !
Till Thy high noon o'erspreads the world,
Till every land reflect Thy light.
Till men and women, with uplifted head,
Behold their shackles broken, and
Know, in springing joy, their life renewed !